মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল ফল করতে পারলে ভবিষ্যতে একটা সুন্দর কেরিয়ার গড়ার ইচ্ছেটা যেন আরও জোরালো হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেক সময়েই সাধ আর সাধ্যের মধ্যে বিরাট ফারাক এসে যায়। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সায়েন্স নিয়ে পড়তে গেলে যেমন খরচ প্রচুর, তেমনই আবার সময়ও লাগে অনেকখানি। অনেক পরিবারের পক্ষেই এত খরচ বহন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। ফলে বাড়ির আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে অনেক ভাল ছাত্রছাত্রীই তখন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নটাকে মন থেকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেয়, নামী কলেজের বিজ্ঞানের তালিকায় নিজের নাম দেখেও শেষমেশ ফি জমা দেয় না। অথচ যোগ্যতা থাকলে, শুধু সঙ্গতির অভাবে পড়াশোনাটা থমকে যাবে, এমনটা হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ এমন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য রয়েছে স্কলারশিপের ব্যবস্থা। সরকারি ও বেসরকারি, দুটি ক্ষেত্রেই। দরকার শুধু সেগুলির খোঁজ করে সময়মত আবেদন করা। এমনই কিছু স্কলারশিপের খবর দেওয়া হল এখানে।

পড়ার খরচ জোগাবে বৃত্তি

ঠিক জায়গায়, ঠিক সময় আবেদন করতে পারলে আটকে রাখতে হবে না মনের মধ্যে পুষে রাখা স্বপ্নগুলোকে। বরং সেগুলি ডানা মেলতে পারবে অবলীলায়। জানাচ্ছেন সৌরজিৎ দাস

উদয়ের পথে

যে সব ছাত্রছাত্রীর আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন নেই, তাদের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন সফল করতে এগিয়ে এসেছে এশিয়া হার্ট ফাউন্ডেশন। তারা এই সব ছেলেমেয়েদের জন্য দিচ্ছে 'উদয়ের পথে' স্কলারশিপ। এ বারের মাধ্যমিকে যারা অন্তত ৮৫ শতাংশ পেয়েছে তারা মেডিক্যাল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এই স্কলারশিপ পাবে। দু'বছরের জন্য দেওয়া হবে এই বৃত্তি। আর যারা এ বছরের মেডিক্যাল পরীক্ষায় ১০০০-এর মধ্যে র‍্যাঙ্ক পেয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে সাড়ে চার বছরের স্কলারশিপ। মার্কশিটের ফোটোকপি, পারিবারিক আয়ের প্রমাণপত্র ও বিদ্যালয় অধ্যক্ষের সুপারিশ আবশ্যিক। এ ছাড়া 'আমি কেন উদয়ের পথে বৃত্তির যোগ্য' এই বিষয়ে বাংলা, ইংরেজি বা হিন্দিতে ২৫০ শব্দের রচনাও জমা দিতে হবে। ওয়েবসাইট: www.rtiics.org. আবেদন জানাবার ঠিকানা: অক্ষয় মোহান্তি, কোঅর্ডিনেটর, 'উদয়ের পথে', রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিয়াক সায়েন্সেস, প্রেমিসেস নং ১৪৮৯, মুকুন্দপুর, (ডাক ঠিকানা ১২৪ মুকুন্দপুর), ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০০৯৯। ফোন: ৯০০৭০৯৪৮৬০/ ০৩৩-৭১২২২২২২।

এস ডি আহুজা এডুকেশন স্কলারশিপ

যারা রসায়ন অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করতে চায়, তেমন দশজন ছাত্র-ছাত্রীকে তিন বছরের জন্য মাসিক এক হাজার টাকা স্কলারশিপ দিচ্ছে এস ডি আহুজা ফাউন্ডেশন। এই বৃত্তি দেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের বাছা হবে মূলত তিনটি শর্তে। ১) যারা আর্থিক সহায়তা ছাড়া পড়াশোনা চালাতে পারবে না। ২) উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় যারা কেমিস্ট্রিতে অন্তত ৬৫ শতাংশ পেয়েছে এবং কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়ছে। আর, ৩) প্রার্থীকে একটি ৩০ মিনিটের সাধারণ জ্ঞানের লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে। ঠিকানা: ১৪/২ পাম অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৯, ফোন: ২২৮১ ৯১৯৫/ ৪০১৭ ৭১০০। লিখিত পরীক্ষাটি হবে ১৪ অগস্ট। তাই ছাত্রছাত্রীদের ২ অগস্ট-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ইমেল: trust@dpahuja.com।

কিশোর বৈজ্ঞানিক প্রোৎসাহ যোজনা (কে ভি পি ওয়াই)

বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা যাতে আগামী দিনে গবেষণামূলক ক্ষেত্রে কেরিয়ার গড়তে পারে, সেই উদ্দেশেই চালু হয়েছে এই প্রকল্প। একাদশ শ্রেণির ছাত্ররা ফেলোশিপ বাবদ মাসে চার হাজার টাকা ও বছরে কন্টিজেন্সি গ্রান্ট বাবদ ১৬ হাজার টাকা পাবে। আর, বিজ্ঞান শাখার স্নাতক (বি এসসি/বি এস/বি স্ট্যাট/বি ম্যাথ/ইন্টিগ্রেটেড এম এসসি/এম এস-এর এক থেকে তৃতীয় বছর) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে (এম এসসি পড়ার সময় বা ইন্টিগ্রেটেড এম এসসি/এম এস-এর চতুর্থ থেকে পঞ্চম বছর) ছাত্রদের জন্য মাসে যথাক্রমে পাঁচ ও সাত হাজার টাকা ফেলোশিপ এবং বছরে ২০ ও ২৮ হাজার টাকা কন্টিজেন্সি গ্রান্ট দেওয়া হবে। স্কলারশিপটি প্রতিযোগিতামূলক। এর জন্য হিন্দি এবং ইংরেজিতে অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেওয়া হবে। বাছাই হলে ইন্টারভিউতে ডাক পাবে। আবেদন করা যাবে অনলাইন বা হার্ড কপি পাঠিয়ে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ অগস্ট। আর অনলাইন বা হার্ড কপি পাঠিয়ে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর। পরীক্ষা হবে ২৭ অক্টোবর। বিশদ জানতে দেখো ওয়েবসাইটটি: www.kvpy.org.in

সিনিয়র স্কলারশিপ প্রোগ্রাম

যে সব ছাত্রছাত্রী এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে রাজ্যে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিসিন নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়ছে, তারা জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ-এর সিনিয়র স্কলারশিপ প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে পারবে। এখানে বৃত্তি পেতে পরীক্ষা দিতে হবে ছেলেমেয়েদের। পরীক্ষাটি নেওয়া হবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক এবং লাইফ সায়েন্স-এর ওপর। আবেদন জমা করার শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর। পরীক্ষা হবে ২৯ সেপ্টেম্বর। ঠিকানা: জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ, ১৩০০, রাজডাঙা মেন রোড, কসবা, কলকাতা- ৭০০১০৭। ফোন: ২৪৪১-৭৫৪২/ ২৪৪২-৮২৭০। দেখো ওয়েবসাইট- http://jbnsts.org/index.asp

এসআইএ ইয়ুথ স্কলারশিপস্

ভারতীয় পড়ুয়াদের ইয়ুথ স্কলারশিপ দিচ্ছে সিঙ্গাপুর সরকার। সিঙ্গাপুরের কিছু নির্দিষ্ট জুনিয়র কলেজে দু'বছরের প্রি-ইউনিভার্সিটি স্টাডির জন্য পাওয়া যায় এই বৃত্তি। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় স্তরের দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৮৫% নম্বর পেলে ও ইংরেজি প্রথম ভাষা হলে আবেদন করা যায়। মনোনীত হলে লিখিত পরীক্ষায় ডাক মিলবে ও তার পরে প্রয়োজন হলে ইন্টারভিউ দিতে হবে। আবেদন করা যাবে দু'ভাবে। অনলাইন বা হার্ড কপি পাঠিয়ে। অনলাইন আবেদন-এর জন্য লগ ইন করো www.siascholarship.com সাইটে। আবেদন করার শেষ তারিখ ১৪ জুলাই। লিখিত পরীক্ষা হবে অগস্টের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে। আর ইন্টারভিউ হবে অক্টোবরের শেষে বা নভেম্বরের শুরুতে।

সরকারি বৃত্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটিজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন' সেই সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড দেয়, যাদের পরিবারের বার্ষিক আয় ৮০ হাজার টাকার কম। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের জন্য যথাক্রমে বার্ষিক ৬০০০, ৯০০০ এবং ১৪,৪০০ টাকা পাওয়া যাবে। আবেদনের সময় সাধারণত জুলাই-অগস্ট।

যে সব ছাত্রছাত্রীর পরিবারের আয় বছরে দু'লক্ষ টাকার কম এবং যারা একাদশ শ্রেণি থেকে পিএইচ ডি পর্যন্ত পড়াশোনা করছে, তাদের দেওয়া হবে পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। এরও আবেদন জানাবার সময় জুলাই-অগস্ট। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোতালেব আলি সর্দার জানালেন, এই সব স্কলারশিপ পেতে এ বার থেকে ছাত্রছাত্রীদের আধার কার্ড দেখাতে হবে। ওয়েবসাইট: http://www.wbmdfc.org/activity/activity-details.php। ঠিকানা: ডিডি-২৭/ই, সেক্টর-১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০০৬৪। ফোন: ০৩৩-৪০০৪৭৪৬৯।

ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অব মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স-এর পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্রীদের জন্য মৌলানা আজাদ জাতীয় স্কলারশিপের ব্যবস্থা রয়েছে। এই স্কলারশিপ পেতে হলে দশম শ্রেণির পরীক্ষায় কম পক্ষে ৫৫ শতাংশ নম্বর পেতেই হবে। তা ছাড়া, পরিবারের বার্ষিক আয় হতে হবে এক লক্ষ টাকার কম। আবেদন জানাতে হবে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। বিশদ জানতে ওয়েবসাইট: http://maef.nic.in/Instructions.aspx

অনেক সময় ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, কোল ইন্ডিয়া-র মতো বড় বড় সংস্থাও ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেয়। সে ক্ষেত্রে এই সব সংস্থাগুলির ওয়েবসাইট বা সংশ্লিষ্ট শাখায় খোঁজ নিতে হবে।